Morality, Values & Good Governance

মূল্যবোধ
Values

মূল্যবোধ (Values)

সংজ্ঞা

মূল্যবোধ হল মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড/ কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাস। এটি প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। মূল্যবোধ হল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। এর সাথে নৈতিকতা জড়িত। এটি মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি। একটি দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে এটি ভূমিকা পালন করে।

মূল্যবোধ (Values)

মূল্যবোধের শিক্ষা

শিক্ষার উদ্দেশ্য সুনাগরিক গড়ে তলা। যে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি , প্রথা, আদর্শ ইত্যাদির বিকাশ ঘটে তাই হল মুল্যবোধ শিক্ষা। এটি শুরু হয় পরিবার থেকে ।

মূল্যবোধের উৎস

পরিবার, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যা মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পেছনে সহায়ক।

উপাদান

নীতি ও ঐচিত্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য, আইনের শাসন, শ্রমের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মূল্যবোধ (Values)

মূল্যবোধের গুরুত্ব

- মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তির মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে
- সুশাসনের পথকে প্রশস্ত করে
- সামাজিক অবক্ষয়ের অবসান ঘটায়
- ব্যক্তিজীবনের গাইডলাইন হিসেবে ভুমিকা পালন করে

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

১. রাষ্ট্রীয়/ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

গণতন্ত্র থেকে উৎসারিত মূল্যবোধ হল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। পরমত সহিষ্ণুতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য। এটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা রাখে এবং আইনের শাসনকে শক্তিশালী করে। তাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি বলা হয়। যেমনঃ সহনশীলতা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি হল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

২. সামাজিক মূল্যবোধ

যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের সামাজিক আচার ব্যাবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাই সামাজিক মূল্যবোধ। ন্যায়পরায়ণতা ,সততা ও শিষ্টাচার হল সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি মূল্যবোধ মানুষের আচরণ বিচারের মানদন্ড।

৩. রাজনৈতিক মূল্যবোধ

আনুগত্য,রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক শৃংখলাবোধ প্রভৃতি হল রাজনৈতিক মূল্যবোধ। ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে জাতীয় মূল্যবোধ,জাতীয় শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে উঠে ।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

৪. বাহ্যিক মূল্যবোধ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সরলতা ও পোশাক পরিচ্ছেদ প্রভৃতি হল বাহ্যিক মূল্যবোধ।

৫. ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় ঐতিহ্য,বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে যে মূল্যবোধ গড়ে উঠে তাই ধর্মীয় মূল্যবোধ।সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা,অন্যের ধর্ম পালনে বাধা না দেয়া,কোন ধর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রেষ্ট না ভাবা প্রভৃতি হল ধর্মীয় মূল্যবোধ ।

৬. নৈতিক মূল্যবোধ

ব্যক্তির উচিত-অনুচিত,ভাল-মন্দ,ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচারের যে মূল্যবোধ তা হল নৈতিক মূল্যবোধ।যেমন-ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া,আর্তের সবা করা প্রভৃতি।

৭. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ

আধুনিক বিশ্ব সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় ব্যক্তিগত মূল্যবোধের উপর।এটি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে লালন করে।প্রতিটি শিশুই ব্যক্তিগত মূল্যবোধ নিয়ে জন্মায় এবং প্রথমত পরিবার থেকেই শিশু এই মূল্যবোধের শিক্ষা পায়।যেমন- সঞ্চয় করার প্রবনতা হল ব্যক্তিগত মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

৮. শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধ

এটি ব্যক্তি জীবনের জৈবিক ও মানসিক চাহিদা পরিতৃপ্তিতে সহায়তা করে।

৯. বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ

সত্যানুসন্ধ্যানের স্পৃহার সাথে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিপ্রসূত মানবীয় আচরণের আদর্শিক দিকই বৌদ্ধিক মূল্যবোধ।

১০. পেশাগত মূল্যবোধ

পেশাগত মূল্যবোধ হল ব্যক্তির মুল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি।

সুশাসন
Good Governance

সুশাসন (Good Governance)

সংজ্ঞা

'সুশাসন' হলো ন্যায়নীতি অনুসারে উত্তমরূপে সুষ্ঠুভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশ বা রাষ্ট্র শাসন। সুশাসন হলো একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন।

যে শাসনব্যাবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত, বাক স্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত বিচার বিভাগ স্বাধীন আইনের শাসন উপস্থিত, আইন সভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদীহিতার নীতি কার্যকর, সে শাসন ব্যাবস্থাকে সুশাসন বলে।

'সু' (ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট) উপসর্গযোগে 'সুশাসন' শব্দটি গঠিত হয়েছে।
সুশাসনকে এক প্রকার মানদণ্ডও বলা যায় যে মানদণ্ডের সাহায্যে একটি রাষ্ট্র বা সমাজের সামগ্রিক অবস্থা যাচাই করা যায়।

সুশাসন (Good Governance)

বিশ্বব্যাংকের ধারণাসূত্রে সুশাসন নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে-

১. সরকারি কাজে দক্ষতা ;
২. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ;
৩. বৈধ চুক্তির প্রয়োগ ;
৪. জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ;
৫. স্বাধীন সরকারি নিরীক্ষক ;
৬. প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধতা ;
৭. আইন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ ;
৮. বহুমুখী সাংগঠনিক কাঠামো ;
৯. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

সুশাসন (Good Governance)

সুশাসনের অন্যতম শর্ত

- শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক
- স্বাধীন বিচারবিভাগ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা
- সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা

উদ্ভাবন

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক শাসনব্যবস্থার সংযোজিত রূপ

সুশাসন (Good Governance)

সুশাসনের গুরুত্ব

- নাগরিকদেরকে তাদের অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদান করে
- নাগরিকগণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও অধিকার ভোগ করতে পারে
- শাসক-শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে ও জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি আনায়ন করে
- সরকার ও জনগনের ‘Win Win Game’

সুশাসন (Good Governance)

সুশাসন ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শতভাগ সুশাসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করতে পারলে ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের পক্ষে উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছার লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে না। সুশাসনের অভাবে দেশ সমৃদ্ধির বদলে বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হতে পারে। এ রকম বহু নজির বর্তমান বিশ্বে রয়েছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে হ্যাকিং-এর মাধ্যমে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা চুরির বা পাচারের অবিশ্বাস্য ঘটনা আমাদের হতাশ করে তুলেছে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কোনোভাবে সম্ভব হবে না।

নৈতিকতা

Morality

নৈতিকতা (Morality)

সংজ্ঞা

যে গুন মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং ন্যায় কাজে নিয়জিত করে, তাকেই নৈতিকতা বলে।
এটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত গুণ কিন্তু নৈতিকতা বাধ্যবাধকতা আরোপযোগ্য নয় এবং আইন কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত।

Morality একটি latin word থেকে এসেছে Moralitas, যার অর্থ- সঠিক আচরণ/ চরিত্র

Important Questions

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. "সুশাসন মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে , জনপ্রশাসনে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করে " কার উক্তি ?

- কফি আনান

২. "সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের , সরকারের সাথে শাসিত জনগণের , শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্কে বুঝায়।"

- ম্যাককরনী

৩. শাসক যদি ন্যায়বান হয় তাহলে আইন অনাবশ্যক, আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তাহলে আইন নিরার্থক' – কে বলেছেন ?

- প্লেটো

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

৪. ‘সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো গভার্নেন্স’

- বিশ্বব্যাংক

৫. ‘আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান’ -একথা বলেছেন

- অধ্যাপক ডাইসি

৬. সুশাসন প্রত্যয়টি উদ্ভাবন করে কে ?

- বিশ্ব ব্যাংক(১৯৮৯)। ধারণা দেয় ১৯৯৪।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

৭. সুশাসন প্রত্যয়টিকে প্রথম সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় কে?

- বিশ্বব্যাংক

৮. সুশাসনের মূলনীতি প্রকাশ করে কে?

- ইউএনডিপি (১৯৯৭)

৯. WB সুশাসনকে এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে কবে?

- আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১০. IMF সুশাসনকে এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে কবে?

- ১৯৯৬

১১. "শাসক ও উন্নয়ন"শীর্ষক প্রতিবেদন প্রথম প্রকাশ করে?

- বিশ্বব্যাংক (১৯৯২)

১২. "শাসন ও ক্রমবর্ধমান মানবিক উন্নয়ন "শীর্ষক প্রতিবেদন প্রথম প্রকাশ করে?

- জাতিসংঘ (১৯৯৭)

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১৩. বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করে কে?

- ইউএনডিপি

১৪. সুশাসন নিশ্চিত করতে White Paper প্রকাশ করে কে?

- EEC

১৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য বিষয় হলো?

- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১৬. সুশাসনের মানদন্ড হল?

- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি বা জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা

১৭. সুশাসনের পূর্বশর্ত?

- জবাবদিহিতা/ মত প্রকাশের স্বাধীনতা/ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

১৮. সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো?

- দুর্নীতি/ স্বজনপ্রীতি

১৯. জনগণ ও সরকারের 'Win Win Game' বলা হয়

- সুশাসনকে

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

২০. Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে যে বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে?

- টেকসই উন্নয়ন

২১. দুটি চরম পন্থার মর্ধবর্তী পন্থা হলো ‘ সুবর্ণ মধ্যক’ এই ধারণার প্রবর্তক কে?

- এরিস্টটল

২২. ‘Power: A New Social Analysis’ গ্রন্থটি কার লেখা?

- বার্ট্রান্ড রাসেল

২৩. সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে

- আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে

বিগত বছরের প্রশ্ন

মূল্যবোধ (Values) কী?

A. মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
B. শুধুমাত্র মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা
C. সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব
D. মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ

বিগত বছরের প্রশ্ন

সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?

A. আইনের শাসন
B. নৈতিকতা
C. সাম্য
D. উপরের সবগুলো

বিগত বছরের প্রশ্ন

সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে—

A. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
B. প্রশাসনের নিরপেক্ষতা
C. নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
D. নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা

বিগত বছরের প্রশ্ন

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?

A. শাসনের সামাজিক দিক
B. সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
C. সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
D. সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক

বিগত বছরের প্রশ্ন

Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে কতর গুরুত্ব দেয়?

A. টেকসই উন্নয়ন
B. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
C. সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
D. উপরের কোনটিই নয়

বিগত বছরের প্রশ্ন

'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন সংস্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে?

A. জাতিসংঘ
B. বিশ্বব্যাংক
C. এউ এন.ডি.পি
D. আই.এম.এফ

বিগত বছরের প্রশ্ন

নৈতিকভাবে বলা হয় মানবজীবনের-

A. নৈতিক শক্তি
B. নৈতিক বিধি
C. নৈতিক আদর্শ
D. সবগুলোই

বিগত বছরের প্রশ্ন

নৈতিক আচরণবিধি (Code of ethics) বলতে বুঝায়

A. মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে
B. বাস্তবতার নিরখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদন্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি
C. দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম, মানদণ্ড আচরণবিধি
D. উপরের তিনটিই সঠিক

বিগত বছরের প্রশ্ন

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে-

A. সামাজিক মূল্যবোধকে
B. সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা
C. ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে
D. সাংস্কৃতিক অবরোধ রক্ষণ করা

বিগত বছরের প্রশ্ন

মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে

A. দুর্নীতি রোধ করা
B. সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা
C. রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করা
D. সাংস্কৃতিক অবরোধ রক্ষণ করা

বিগত বছরের প্রশ্ন

সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে

A. সুসম্পর্ক গড়ে তোলে
B. আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে
C. শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলে
D. কোনটিই নয়

বিগত বছরের প্রশ্ন

একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো

A. স্বাধীনতা
B. ক্ষমতা
C. কর্মদক্ষতা
D. জনকল্যাণ

বিগত বছরের প্রশ্ন

আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ কোনটি ?

A. সত্য ও ন্যায়
B. সার্থকতা শঠতা
C. দক্ষতা
D. অসহিষ্ণুতা

ব্যাখ্যা: মূল্যবোধ কোনো সমাজে বা রাষ্ট্রে লিপিবদ্ধ থাকে না। এটা মানুষের জীবনাচরণের অংশ। মানুষের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নৈতিক ও সামাজিক উচিত অনুচিত অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে। সত্য ও ন্যায়, ভালো-মন্দ ও কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মূল্যবোধের ভিত্তি ধরা হয়। তাই, সার্থকতা, শঠতা ও অসহিষ্ণুতা মূল্যবোধের বিপরীত।

বিগত বছরের প্রশ্ন

UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে ?

A. ৬ টি
B. ৭ টি
C. ৮ টি
D. ৯ টি

ব্যাখ্যা: সুশাসন নিশ্চতকরণে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন ভিন্ন উপাদানের কথা বলেছেন :

সংগঠন	UNDP	UNHRC	IDA	AFDB	UN
উপাদান	৬ টি	৫ টি	৪ টি	৫ টি	৮ টি

বিগত বছরের প্রশ্ন

নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কি?

A. সততা ও নিষ্ঠা
B. কর্তব্যপরায়ণতা
C. মায়া ও মমতা
D. উদারতা

ব্যাখ্যা: নৈতিকতা ভালো মন্দ কাজের বিচারের মাপকাঠি। দৈনন্দিন কার্যক্রম ও সামাজিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মানুষ যে সকল নীতি, আদর্শ এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত অনুশাসন মেনে চলে তার সমষ্টিই নৈতিকতা। তাই নৈতিক শিক্ষা প্রধান উপাদান হলো সততা ও নিষ্ঠা। অন্য অপশনগুলো মানুষের মানবীয় গুণাবলির অন্তর্ভূক্ত।

বিগত বছরের প্রশ্ন

"সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়"-উক্তিটি কার?

A. এরিস্টটল
B. জন স্টুয়ার্ট মিল
C. ম্যাককরনী
D. মেকিয়াভেলী

ব্যাখ্যা: সুশাসন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Good Governance যার অর্থ নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞায় ম্যাককরণী (Mac Corney) বলেন, সুশাসন হচ্ছে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণ ও শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক।

বিগত বছরের প্রশ্ন

জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হল-

A. সুশাসন
B. আইনের শাসন
C. রাজনীতি
D. মানবাধিকার

ব্যাখ্যা: বর্তমান আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সুশাসন শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সুশাসন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক কেমন হবে, রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে, রাষ্ট্র ও সরকার, সরকার ও জনগণ কিংবা রাষ্ট্র ও জনগণ অথবা এ উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে বা হওয়া উচিত তার একটি রূপরেখা চিত্রায়িত হয় । আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল জটিলতার সমাধান ঘটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করাই সুশাসনের লক্ষ্য।

বিগত বছরের প্রশ্ন

কোন বছর ইউইএনডিপি (UNDP) সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে?

A. ১৯৯৫
B. ১৯৯৭
C. ১৯৯৮
D. ১৯৯৯

ব্যাখ্যা: ১৯৯৭ সালে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন জাতিসংঘের উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা "UNDP"। টেকসই মানব উন্নয়নের জন্য শাসন' উপ শিরোনামে যে পদ্ধতি UNDP নির্ধারণ করেছে সেখানে বলা হয়েছে, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কাজের মধ্যে শাসন প্রক্রিয়া প্রতীয়মান হবে।

বিগত বছরের প্রশ্ন

ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে-

A. সুশাসনের শিক্ষা থেকে
B. আইনের শিক্ষা থেকে
C. মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে
D. কর্তব্যবোধ থেকে

ব্যাখ্যা: ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে থাকে মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য সহনশীলতা একান্ত অপরিহার্য। যে শিক্ষার মাধ্যমে ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত, মমত্বপূর্ণ, মানবীয়, আদর্শিক ও কাঙ্খিত আচরণ অনুশীলনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে মূল্যবোধ শিক্ষা বলে।

বিগত বছরের প্রশ্ন

সুশাসনের কোন নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে?

A. অংশগ্রহণ
B. জবাবদিহিতা
C. সাম্য ও সমতা
D. স্বচ্ছতা

ব্যাখ্যা: সুশাসনের অংশগ্রহণের নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। কেননা কোনো সংগঠনের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা না থাকলে সে সংগঠনের গণতন্ত্র চর্চা বা স্বাধীন বিকাশের সুযোগ থাকে না এবং জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সাম্য ও সমতার বিষয়টিও অবান্তর হয়ে পড়ে।

বিগত বছরের প্রশ্ন

নিচের কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়?

A. অংশগ্রহণ
B. স্বচ্ছতা
C. নৈতিক শাসন
D. জবাবদিহিতা

ব্যাখ্যা: জাতিসংঘ সুশাসনের মূল উপাদান আটটি নির্ধারণ করেছে। সেগুলো হলো অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতে প্রাধান্য ও জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার এবং কার্যকরী ও দক্ষ প্রশাসন। আর বিশ্ব ব্যাংক সুশাসনের ৪টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়াও UNDP উক্ত আটটি উপাদানের সাথে একটি উপাদান (কৌশলগত লক্ষ্য) যোগ করেছে। যেখানে নৈতিক শাসন বলে কোনো উপাদান নেই।

বিগত বছরের প্রশ্ন

মূল্যবোধ পরীক্ষা করে-

A. ভাল ও মন্দ
B. ন্যায় ও অন্যায়
C. নৈতিকতা ও অনৈতিকতা
D. উপরের সবগুলো

ব্যাখ্যা: মূল্যবোধ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ । মূল্যবোধের আদর্শ দ্বারা পরীক্ষিত বা মূল্যায়িত হয়- ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, নৈতিকতা ও অনৈতিকতা, শিষ্টাচার, সততা, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ, সহনশীলতা এবং সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলীর মাধ্যমে।

ধন্যবাদ